সমকাল

তারিখ 01-OCT 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষার্থীরা বই পেয়েছে পড়ানোর কেউ নেই

■ সাব্বির নেওয়াজ

চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে ৫০ নম্বরের 'চারু ও কারুকলা' বিষয় (সাবজেক্ট) আবশ্যিক করা হলেও সারাদেশের ১৮ হাজার ৩৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ বিষয়ের কোনো শিক্ষক নেই। নতুন এ বিষয় চালু করার আগে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) শিক্ষক না থাকার বিষয়টি বিবেচনায় না' এনেই বিদ্যালয়গুলোয় 'চারু ও কারুকলা' বিষয়ের পাঠ্যবই ছেপে পাঠিয়ে দিয়েছে। বাধ্য হয়ে তড়িঘড়ি করে শহরের স্কুলগুলো এ বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগ দিলেও গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলো এ বিষয়ের শিক্ষক খুঁজে পাচ্ছে না। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে অন্য বিষয়ের শিক্ষকরা এখন 'চারু ও কারুকলা' বিষয়টি পড়াচ্ছেন। এসব শিক্ষকের অধিকাংশই শিক্ষার্থীদের অঙ্কন শেখাতে পারছেন না। অথচ ৫০ নম্বরের এ বিষয়ের মধ্যে অঙ্কনেই অর্ধেক (২৫) নম্বর।

শিক্ষক নিয়োগ না দিলেও চারু ও কারু শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য আবশ্যিক বিষয়

জানা গেছে, আবশ্যিক বিষয়সহ বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় এমন প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করে সরকার। অথচ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান জনবল কাঠামোয় চারু ও কারুকলা বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) চারু ও কারুকলা বিষয়ের শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করছে না। এতে সমস্যায় পড়েছে স্কুলগুলো। কারণ, যারা এ বিষয়ের শিক্ষক খুঁজে পেয়েছে, তাদের স্কুল থেকে বেতন দিতে হচ্ছে।

মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর সজল কান্তি মণ্ডল সমকালকে বলেন, এনসিটিবি আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে একটি বিষয় বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, নতুন বিষয়ের শিক্ষক এমপিওভুক্ত করতে হলে শিক্ষা, জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগে।

অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, একই ঘটনা ঘটেছে 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' বিষয়েও। পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষকের পদ সৃষ্টি না করেই এ বিষয়টিও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দেশের ১৮ হাজার ৭০০ বিদ্যালয়ের মধ্যে শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ের শিক্ষক পদ নেই চার হাজার ৫১৯টি বিদ্যালয়ে।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চারু ও কারুকলা এবং শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দুটি বিষয় মিলে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। দুটি বিষয়েই তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। শিক্ষক না থাকায় কে চারুকলা বিষয়ে পাঠদান করান- এমন প্রশ্নের জবাবে পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া থানাধীন শিয়ালকাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কিরণ চন্দ্র বসু বলেন, সমাজ, গণিত বা অন্য কোনো বিষয়ের শিক্ষককে দিয়ে চারুকলা বিষয়ে পাঠদান করানো হয়। একই ধরনের বক্তব্য দিয়ে খুলনার ফুলতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রফুল্ল চক্রবর্তী জানান, বর্তমানে শিক্ষক দিয়ে কোনোমতে বিষয়টি পড়ানো হয়। বাগেরহাট জেলাধীন মোরেলগঞ্জের এসি দারা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুস সালাম বলেন, অন্য বিষয়ের শিক্ষকরা চারুকলা বিষয়ে ক্লাস নেন।

মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, চারুকলা বিষয়ে শিক্ষক এমপিওভুক্তির বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় রয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে কেন বিষয় বাধ্যতামূলক করা হলো, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছু সমন্বয়হীনতা তো আছেই।